DITF
DHAKA INTERNATIONAL TRADE FAIR 2024

# ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৪

# 28TH DHAKA INTERNATIONAL TRADE FAIR-2024

## বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার (বিবিসিএফইসি), পূর্বাচল নতুন শহর

## রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Export Promotion Bureau Bangladesh

**বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশনা: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**রাষ্ট্রপতি**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৭ মাঘ ১৪৩০
২১ জানুয়ারি ২০২৪

## বাণী

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঢাকার পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে '২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৪' শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে রপ্তানি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাজায় রাখতে বাণিজ্য মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্ব বাজারে ও দেশের অভ্যন্তরে উদ্যোক্তা তৈরি, পণ্যের পরিচিতি বৃদ্ধি, প্রচার ও প্রসার এবং প্রতিযোগ-সক্ষমতা তুলে ধরার আদর্শ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ইতোমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বাণিজ্য মেলা দেশে বিদেশি ক্রেতা ও বিনিয়োগ আকৃষ্ট এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে কার্যকর অবদান রাখবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

সরকারি নীতি সহায়তা এবং বেসরকারি খাতের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে দেশের রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ন রয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে রপ্তানি ক্ষেত্র সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। আমি আশা করি, বাংলাদেশের জিডিপিতে রপ্তানি খাতের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাণিজ্যে সক্ষমতা বাড়াতে পণ্যের মানোন্নয়ন, নতুন বাজার সৃষ্টি, বর্তমান বাজারকে সুসংহত করা এবং পণ্য বহুমুখীকরণে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেষ্ট থাকবেন।

আমি '২৮ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৪' এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

**মন্ত্রী**
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

রপ্তানি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে আগামী ২১ জানুয়ারি, ২০২৪ হতে মাসব্যাপী ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মেলা আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনিয়োগ ও রপ্তানিবান্ধব সমৃদ্ধ দেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। এজন্য প্রযুক্তিকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট ইকোনোমির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। স্মার্ট ইকোনোমিকে আরও গতিশীল করার কর্মপরিকল্পনায় ডিআইটিএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পণ্যবহুমুখীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিবছর ডিআইটিএফ'র আয়োজন দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং রপ্তানি পণ্যের ঝুড়িতে নতুন পণ্য সংযোজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করছে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিদেশস্থ দূতাবাসগুলোর কর্মদক্ষতা ও কার্যক্রম বৃদ্ধি করে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ, নতুন বাজার সৃষ্টি, শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সকল প্রকার সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে এবং আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

আমি বিশ্বাস করি, বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মাধ্যমেও দেশের ব্যবসাবাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হবে এবং দেশিয় রপ্তানিকারকদের সাথে বিদেশি আমদানিকারকদের যোগাযোগের সুযোগ আরও বেশি প্রসারিত হবে।

আমি ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

**সিনিয়র সচিব**
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

পূর্বাচল শহরের অন্যতম নির্মাণশৈলী বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ- চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টারে ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৪ শুরু হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ তথা উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান সরকারের ব্যবসাবান্ধব নীতিগত সহায়তার ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) বিদেশি ক্রেতার সাথে শক্তিশালী বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশীয় পণ্য প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে রপ্তানি খাতকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পণ্য এবং রপ্তানি বাজার বৈচিত্রকরণের পথকে প্রশস্ত করে বর্তমান বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে ডিআইটিএফ-২০২৪ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আরো সম্প্রসারিত করবে বলে মনে করি।

বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় ডিআইটিএফ-২০২৪ দেশি ও বিদেশি ক্রেতা-বিক্রেতার যৌথ উদ্যোগে কাজ করার সুযোগকে প্রসারিত করবে যা বৈদেশিক বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি, পণ্য বহুমুখীকরণ এবং পণ্যের মান উন্নয়নে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের জন্য অপার সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি অনুষ্ঠানের আয়োজক এবং অংশগ্রহণকারীদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৪ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

তপন কান্তি ঘোষ

FBCCI
FEDERATION OF BANGLADESH CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY

**সভাপতি**
দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)

## বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, মাসব্যাপী ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৪ আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২৪, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফআইসি) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। সরকারের উদার ব্যবসাবান্ধব নীতি ও বিভিন্ন প্রণোদনার কারণে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিদেশি বিনিয়োগ তথা রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দৃষ্টিনন্দন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের সুযোগ পাবে। বিদেশি দর্শকদের কাছে পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠান তাদের নতুন ও উদ্ভাবনী পণ্য নিয়ে বাণিজ্য মেলায় অংশ নেয় বিধায় দেশীয় উদ্যোক্তারা নতুন পণ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে।

আমি মনে করি, নতুন কোম্পানিগুলোকে স্থানীয় এবং বিদেশি ক্রেতাদের কাছে পরিচিত করে তোলার জন্য ডিআইটিএফ একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম। নিত্যনতুন বিদেশি পণ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি এ মেলার মাধ্যমে বিদেশি ব্যবসায়ীদের সাথে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে। উৎপাদক, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাসাধারণকে এক প্ল্যাটফর্মে সমবেত করে পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে এ মেলার আবশ্যকতা অপরিহার্য।

সরকারের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও রপ্তানি বাণিজ্যে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি অর্থনীতিকে গতিশীল করতে ডিআইটিএফ এর ভূমিকা অনবদ্য। দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে আমি মাসব্যাপী এই মেলার আয়োজক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৪ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মাহবুবুল আলম

## বাণিজ্য ও রপ্তানিতে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার (ডিআইটিএফ) ভূমিকা

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)- দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এ মেলা বিভিন্ন ধরণের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সম্মেলন ঘটিয়ে ব্যবসা প্রসার এবং প্রচারে অনন্য প্লাটফর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ডিআইটিএফ উৎপাদক, ক্রেতা, বিক্রেতা, রপ্তানিকারক ও আমদানিকারদের আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি এবং পণ্যের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি আয় এবং প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বিশ্ব জুড়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। পণ্য/সেবার নতুন বাজার অন্বেষণ ও সৃষ্টি বর্তমান/বিদ্যমান বাজার অংশ ধরে রাখা এবং সুসংহতকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে সোর্সিং এবং কনজ্যুমার মেলার যুগপৎ সমন্বয়ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) দেশীয় উৎপাদনকারী এবং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিপণনের সকল হাতিয়ার কে যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় এবং বিদেশি ক্রেতাদের নিকট উপস্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় এবং বিদেশি সম্ভাব্য ক্রেতাগণ একই ছাদের নিচে নিজেদের চাহিদা মাফিক পণ্য অনুসন্ধান করতে পারেন। পক্ষান্তরে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিটুবি এবং ম্যাচ ম্যাকিং এর মাধ্যমে তাদের সম্ভাব্য ক্রেতাদেও সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে পণ্য বৈচিত্র আনয়নের পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্বাচল নতুন শহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রের স্থায়ী মেলা কমপ্লেক্সে টানা তৃতীয়বারের মতো ডিআইটিএফ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রপ্তানি পণ্য ও বাজার উন্নয়নের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জন্য প্রদর্শনী, সভা, সম্মেলন এবং সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য বিবিসিএফইসিকে একটি ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইপিবি কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি গত শতকের আশির দশক পর্যন্ত মূলতঃ গুটিকয়েক সনাতন পণ্য যথা কাঁচাপাট, চা, ক্রাস্ট চামড়া এবং কিছু কুটির শিল্প পণ্য যথা: মসলিন, জামদানি এবং বিভিন্ন ধরনের মসলা এবং হস্তশিল্পের মতো কিছু ঐতিহ্যবাহী পণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। উৎপাদন খাত বিশেষ করে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং হোম টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য, হিমায়িত খাবার (মাছ ও চিংড়ি), পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য দেশের রপ্তানি খাতে যুক্ত হয়েছে এবং এ সকল খাতের রপ্তানি আয় বেশ আশাব্যঞ্জক।

বিশ্ব জুড়ে বাংলাদেশের পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিবছর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গড়ে ৩০-৩৫টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে, যার মধ্যে ৮৫% এর বেশি সোর্সিং মেলা। তাছাড়া বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এমন দেশে ইপিবি একক সোর্সিং/বাণিজ্য মেলার আয়োজন করে থাকে। বিগত ১০ বছরে রপ্তানি উন্নয়ন বুরোর উদ্যোগে ৩৬৭টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিশ্বজুড়ে ৩৫টি সোর্সিং মেলায় আমরা দেশের পণ্য প্রদর্শন করেছি।

২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৩ এ প্রায় ৩০.৩৮ মিলিয়ন (প্রায় ৩০০ কোটি টাকা) মূল্যের রপ্তানি আদেশ পাওয়া গিয়েছিল। মেলার এ আসরে পণ্য বিক্রি হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা এবং মেলায় দর্শনার্থীদের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। মাসব্যাপী আয়োজিত এ মেলায় প্রায় ১২-১৪ লক্ষ মানুষ পরিদর্শন করেছেন। প্রযুক্তি নির্ভর পণ্যের উত্তরোত্তর প্রদর্শন বৃদ্ধি এ মেলাকে আরও নতুন আঙ্গিক প্রদান করেছে।

বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন, ডিজিটালাইজেশন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে দেশের বাজার উন্নয়নে গতিশীলতা দেখা যাচ্ছে। ফলে আমাদের জিডিপির আকার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৪৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দাড়িয়েছে।

বিগত এক দশকে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিশ্ব রপ্তানি বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান ব্যবসাবান্ধব সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে আশা করা যায় যে বাংলাদেশ আগামী বছরগুলিতে তার রপ্তানি আয় অর্জনে একটি শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখবে। বিগত ১০(দশ) অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

| অর্থবছর | রপ্তানি আয় | | মোট | প্রবৃদ্ধি (%) |
|---|---|---|---|---|
| | পণ্য খাত | সেবা খাত | | |
| ২০১৩-১৪ | ৩০১৮৬.৬২ | ৩২৪৩.৮৮ | ৩৩৪৩০.৫০ | ১১.৫৭ |
| ২০১৪-১৫ | ৩১২০৮.৯৪ | ৩২১০.৮৫ | ৩৪৪১৯.৭৯ | ২.৯৬ |
| ২০১৫-১৬ | ৩৪২৫৭.১৮ | ৩৪৯৪.৯০ | ৩৭৭৫২.০৮ | ৯.৬৮ |
| ২০১৬-১৭ | ৩৪৮৪৬.৮৪ | ৩৬৫৩.৭১ | ৩৮৫০০.৫৫ | ১.৯৮ |
| ২০১৭-১৮ | ৩৬৬৬৮.১৭ | ৪৫৮৬.৩১ | ৪১২৫৪.৪৮ | ৭.১৫ |
| ২০১৮-১৯ | ৪০৫৩৫.০৪ | ৬৪৯২.৬৮ | ৪৭০২৭.৭২ | ১৩.৯৯ |
| ২০১৯-২০ | ৩৩৬৭৪.০৯ | ৬০৮১.১৮ | ৩৯৭৫৫.২৭ | -১৫.৪৬ |
| ২০২০-২১ | ৩৮৭৫৮.৩১ | ৬৬০৮.৮৮ | ৪৫৩৬৭.১৯ | ১৪.১২ |
| ২০২১-২২ | ৫২০৮২.৬৬ | ৮৮৮৮.৬০ | ৬০৯৭১.২৬ | ৩৪.৪০ |
| ২০২২-২৩ | ৫৫৫৫৮.৭৭ | ৭৪৯৭.৪৮ | ৬৩০৫৬.২৫ | ৩.৪২ |

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয় কয়েকটি পণ্যের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। মোট রপ্তানিতে তৈরি পোশাকের অংশীদারিত্ব ৮৪.৫৮%। এছাড়া অন্যান্য প্রধান পণ্য খাত যেমন: পাট ও পাটজাত পণ্য, হোমটেক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, এবং হিমায়িত ও ফ্রেশ ফিস এর রপ্তানি অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ১.৬৪ শতাংশ, ১.৯৭ শতাংশ, ২.২০ শতাংশ, ০.৭৬ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স এবং পোল্যান্ড যথাক্রমে রপ্তানি আয়ের ১৭.৪৬%, ১২.৭৪%, ৯.৫৬%, ৬.৬৩% এবং ৫.৯২% সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানি অতিমাত্রায় তৈরি পোশাকের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে অন্যান্য সম্ভাবনাময় পণ্যের রপ্তানির অংশীদরিত্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। বাংলাদেশ সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ১১.৫২% বৃদ্ধি সহ ৮৭২ বিলিয়ন রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। যার মধ্যে পণ্য খাতের লক্ষ্যমাত্রা ৬২ বিলিয়ন ডলার এবং সেবা খাতের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ১০ বিলিয়ন ডলার।

১৯৯৫ সাল থেকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পণ্যের প্রচার, প্রসার এবং মাননোন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন পণ্যের সহজলভ্যতা ও মূল্য ছাড়ের প্রভাবে ক্রেতাদের মধ্যে মেলা থেকে বেশি কেনার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। প্যাভিলিয়ন ও স্টলের সৌন্দর্য গ্রাহকদের পণ্য আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রদর্শকরা তাদের গ্রাহকদের মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের চেষ্টা করেন। এ সকল কারণে ডিআইটিএফ-এ পণ্য ও সেবায় প্রচার, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক পরিদর্শক ও ক্রেতা আকর্ষণ এবং বিদেশি ক্রেতা-পরিদর্শকের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ ঘটে। এছাড়াও মেলায় নান্দনিকভাবে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ও জীবনের ধারাবাহিকতা প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে যার মাধ্যমে আগত দর্শকগণ বিশেষত নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু আদর্শ ও দেশ গঠনে তার ভূমিকা এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারে। বাণিজ্য মেলা আয়োজনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় উদ্যোগে পূর্বাচলে নির্মিত বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টারে তৃতীয় বছরের মত বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) আয়োজন করা হচ্ছে। পূর্বের ন্যায় এ বছরের মেলাটি ও ক্রেতা-বিক্রেতা মিলন মেলায় পরিণত হবে এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে ইপিবি আশাবাদী।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ মাঘ ১৪৩০
২১ জানুয়ারি ২০২৪

## বাণী

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার, পূর্বাচলে মাসব্যাপী '২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৪' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ডিআইটিএফ-২০২৪ এ অংশগ্রহণকারী সকল উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা সাধারণকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' আজ সত্যিকার অর্থেই সোনার বাংলা এবং সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ১৫ বছর টানা তিন মেয়াদে আমাদের সরকার বাংলাদেশকে আত্মনির্ভরশীল ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করতে কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। অসংখ্য উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা পুনরায় সরকার গঠন করেছি। বর্তমান সরকারের এগার (১১)টি বিশেষ অগ্রাধিকারের মধ্যে অন্যতম হল- দৃশ্যমান অবকাঠামোর সুবিধা নিয়ে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে শিল্পের প্রসার ঘটানো। এ লক্ষ্য অর্জনে পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু টানেল, জাতীয় মহাসড়কসমূহ প্রশস্তকরণ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বিমানবন্দরের আধুনিক টার্মিনাল, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর, ১০০টি ইকোনমিক জোনের মতো মেগা অবকাঠামোসমূহ ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এর মাধ্যমে আমরা দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন বিশেষ করে রপ্তানিমুখি শিল্পের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হব।

আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর। রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ উদারীকরণকে আমরা অন্যতম কার্যকর উপায় হিসেবে নির্ধারণ করে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন, উৎকর্ষ বর্ধন ও রপ্তানিতে 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা' শুরু থেকেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি ও বিপণন আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হওয়ার ফলেই আমাদের কিছু পণ্য বর্তমানে বিশ্ববাজারে নেতৃত্ব দিচ্ছে। দেশের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করতে রপ্তানি বৃদ্ধির এমন প্রয়াস অব্যাহত রাখা জরুরি। তাই, আমি নতুন উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদন এবং নতুন নতুন বাজারে দেশীয় পণ্য রপ্তানির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানাই।

আমি '২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

**প্রতিমন্ত্রী**
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মাসব্যাপী ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৪ আয়োজিত হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে সরকার ঘোষিত নির্বাচনি ইশতেহার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য বিকশিত হয়েছে তা অর্জনে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি অন্যতম পূর্বশর্ত। তাই বিগত কয়েক বছরে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ধারা আরো এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। সরকার পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে এবং বিনিয়োগ পরিবেশ আরো উদারিকরণের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে বদ্ধপরিকর।

২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে মোকাবিলার জন্য পণ্য বহুমুখীকরণ, রপ্তানি খাতে দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। রপ্তানিমুখী পণ্যের বিদ্যমান বাজার সম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকতর মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা উৎপাদনের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। আমার বিশ্বাস ডিআইটিএফ-২০২৪ পণ্যের মান উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ ও বিপণনে উৎকৃষ্ট অর্জনসহ প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা দেশের ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণের পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে এ আয়োজন কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি '২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৪' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আহসানুল ইসলাম (টিটু), এমপি

Export Promotion Bureau Bangladesh

**ভাইস-চেয়ারম্যান এন্ড সিইও**
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

## বাণী

মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-এর ২৮তম আসর পূর্বাচল নতুন শহরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে মেলা বা প্রদর্শনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেলায় পণ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে ক্রেতারা নতুন নতুন পণ্যের সাথে পরিচিতি লাভ করে। রপ্তানি পণ্যের পরিচিতি বৃদ্ধি ও পণ্যের বহুমুখীকরণে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পণ্যের সমাহারে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার এক উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ১৯৯৫ সাল হতে সফলভাবে ২৭টি ডিআইটিএফ আয়োজন সম্পন্ন করেছে। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার এবারের আসর দেশি-বিদেশি পণ্যের প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হোক এটাই আমার প্রত্যাশা।

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে নানা প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে প্রতিযোগী মূল্যে মানসম্মত রপ্তানি পণ্য ও সেবা উৎপাদন, ডিজাইন ও প্যাকেজিং উন্নয়ন, উচ্চ মূল্য সংযোজিত পণ্যের সরবরাহ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাজার বহুমুখীকরণ অত্যাবশ্যক। বর্তমান সরকার ব্যবসাবাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে নানা প্রকারের নীতি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ফলে নানাবিধ বৈশ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের পণ্য ও সেবাখাতে মোট রপ্তানি আয় হয় ৬৩.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের তুলনায় ৩.৪২ শতাংশ বেশি। আমি আশাবাদী এবারের ২৮তম ডিআইটিএফ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার চাহিদা সৃষ্টি ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ডিআইটিএফ সফলতার সাথে আয়োজনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দিকনির্দেশনা এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের পরামর্শ আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এছাড়াও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পক্ষ থেকে আমি সকলকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) অনুষ্ঠিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সকলের উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতায় দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৪ এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ.এইচ.এম. আহসান